

ভাষা আন্দোলন, একবিংশ শতাব্দী এবং তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা

পৃথিবীর সকল ভাষায় তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার লাভ হয়েছে তার প্রয়োগে সার্বজনীন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে তথ্যের উৎকর্ষ সাধনে তার ব্যস্তির পাশাপাশি প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে তার ব্যাপক চাহিদার ফলে। প্রচলিত পুরাতন নথিবদ্ধকরণ, মুদ্রণ, প্রকাশন ও আদান-প্রদান পদ্ধতিতে যে সীমাবদ্ধ ছিল তাতে তথ্য ছিল মাধ্যম বা স্তর ভিত্তিক। ফলে তথ্য অনুসন্ধান থেকে শুরু করে তার বিতরণ ছিল ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সংগৃহীত ও সংরক্ষিত অবস্থা থেকে তা সহজে বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবিধ কাজে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ডিস্ক বা সিডি'র দ্বারা একই তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এসব কিছু সম্ভব হচ্ছে সকল দেশে, সকল ভাষায়, সকল স্তরে এক ও অভিন্ন নিয়ম-নীতি অনুসরণের ফলে। এ নতুন কিছু নয়—ভাষায় ব্যাকরণের যেমন একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে তেমনি। বাংলায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপকতা আসেনি যদিও আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। পুরাতন মুদ্রলিখন যন্ত্র থেকে যখন আমরা কম্পিউটারে বাংলায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শুরু করি তখন শব্দের পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জন'র চমৎকারিত্বে বিস্মিত হয়ে বেমালুম ভুলে যাই যে, আমাদের সনাতন লিখন পদ্ধতি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক নতুন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করছি। সঠিকভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা আমরা অদূরদর্শিতার কারণে উপলব্ধি করতে পারিনি। তা না হলে আমরা অসংখ্য পদ্ধতি আবিষ্কারে মেধা খরচ না করে তথ্য প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহারে মনোনিবেশ করতাম। একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখতে পেতাম যে, পৃথিবীর কোন ভাষায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সনাতন লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়নি এবং এর মূলেই নিহিত তথ্য-প্রযুক্তি'র ব্যাপক ব্যবহার, প্রসার ও উন্নতি সাধন। এই লিখাটি বাংলায় না লিখে অন্য ভাষায় লিখলে তা ফাইল আকারে সংযোজন করে ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডিস্কে প্রাপকের কাছে পাঠানো যেত। আমি পাঠালেও প্রাপক পড়তে পারবেন না, যদি না তিনি একই লিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং আমাকে মুদ্রণ আকারে লেখাটা পাঠাতে হচ্ছে। তা প্রকাশ করতে হলে প্রাপককে তার ব্যবহৃত পদ্ধতিতে পুনরায় লেখতে হবে। যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাদের নিজেদের ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বকীয়তা সাধনে পরিপক্ক সেখানে আমরা তথ্য প্রক্রিয়াকরণে এখনো দিকভ্রান্ত। চিন্তা করে দেখুন, যদি প্রচলিত ইংরেজী টাইপ পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে সকল মেধা ব্যয় করা হতো তা'হলে তথ্য-প্রযুক্তি'র এত উন্নতি সাধন হতো না—একজন এক পদ্ধতিতে লিখলে অন্যজনের কম্পিউটারের অন্য পদ্ধতিতে সেটা পড়তে পারতো না, এত ওয়েব সাইট হতো না এবং অনলাইনে খবরের কাগজ, ব্যাংকি ও বাণিজ্য হতো না। এক প্রতিষ্ঠানের তথ্য অন্য প্রতিষ্ঠান কাজে লাগাতে পারতো না। সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে নিজ ভাষায় তথ্য প্রদান ও জনসেবা করতে পারতো না। এমনটি হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে, কারণ আমাদের সনাতন লিখন পদ্ধতি বাদ দিয়ে যে যার মতো করে লিখছি আর দাবী করছি আমারটাই সঠিক। রাষ্ট্রভাষা তখনই পরিপূর্ণ রূপ পাবে যখন সকল সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র ওয়েব সাইটই নয়, সত্যিকারের ইউনিকোড ভিত্তিক এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতে বাংলায় লিখন, মুদ্রণ, নথিবদ্ধকরণ, প্রকাশন ও তথ্যের আদান-প্রদান শুরু হবে।

ভাষা আন্দোলনের বলিদানকে সার্থক করে তুলতে সরকার শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলাকরণ করেননি, তার সঠিক প্রয়োগার্থে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলা বর্ণমালা সত্যিকারের ইউনিকোড ভিত্তিক না হলে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি না পেলে এবং সরকার স্বীকৃত পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য করতে নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না করলে সকল সভা, সেমিনার ও বক্তৃতা হবে শুধুই আশ্বালন।

৫২-র ভাষা আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা ও 'মাতৃভাষা দিবস' এর সব কিছুতেই থেকে যাবে শুভংকরের ফাঁকি—যেমনি আছে সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রে।

মুহাম্মদ রেজা শরীফ

সিস্টেমস এনালিস্ট

শাহবাগ, ঢাকা ১২০০

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪